বিজ্ঞান ও বিধাতা

আর্ট সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার

বিজ্ঞান ও বিধাতা

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা : শ্রীবিমল রায়

সংগীত : রাজেন সরকার

আলোক চিত্র : বিমল মুখোপাধ্যায় । শব্দ ধারণ : জে, ডি, ইরাণী

শিল্প নির্দেশনা : সুনীল সরকার । সম্পাদনা : রবীন দাস

কর্ম সচিব : কল্যাণ গুপ্ত

★ রূপায়ণে ★

ছবি বিশ্বাস ★ জহর গাঙ্গুলী ★ রেণুকা রায় ★
তুলসী চক্রবর্তী ★ মিহির ভট্টাচার্য ★

আশু বোস • সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • চন্দ্রাবতী • রূপা মুখোপাধ্যায় • বীরেন চট্টোপাধ্যায় • শম্ভু মিত্র • রবীন মজুমদার • সমরকুমার • নৃপতি চট্টোপাধ্যায় • ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায় অনুরাধা গুহ প্রভৃতি •

★

প্রচার অঙ্কন : শৈলেন শীল • সমরেশ বসু (এস, স্কোয়ার)

★ প্রচার পরিকল্পনা ★

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনা : রঙলোক পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

৮৭, লেনিন সরণি, কলিকাতা—১৩

কাহিনী

জরাগ্রস্ত মানুষকে কি নবযৌবন ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ? যুগ যুগ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্ন নিয়ে আত্মমগ্ন রয়েছেন।

শুক্রাচার্যের গবেষণাগারে—ভারতের সেই পৌরাণিক যুগে প্রকৃতিকে বশীভূত করা সম্ভব হয়েছিলো কি ? খ্যাতনামা রুশ-বিজ্ঞানী ডা : ভরোনভ সারাজীবন সেই সূত্র ধরেই গবেষণা করেছেন।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এই সংগ্রাম আজও চলছে। আজও মানুষ চায় সেই অদৃশ্য শক্তিকে পরাভূত করতে—তার নিয়ম শৃঙ্খলাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে নিজের গবেষণালব্ধ ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

বিজ্ঞানের এই গভীর সাধনায় আত্মমগ্ন ছিলেন ডাঃ রায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিজের গবেষণাগারে বসে একের পর এক পরীক্ষা করে চলেছেন। কেন বার্ধক্য আসবে ? জরাগ্রস্ত মানুষ কেন দুর্বিসহ জীবন ভোগ করবে ?

প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতা রোধ করতে দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলেন ডাঃ রায়। বহু পশুপক্ষীর উপর তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর গবেষণা--একের পর এক সাফল্যও এসেছে। এবার মহাপরীক্ষার লগ্ন সমাগত। মানুষের উপর তাঁর গবেষণালব্ধ শক্তি নিয়োজিত করে জীবনকে করতে চান চির আনন্দময়।

সংসারকে তিনি সুন্দর ও শান্তিময় করে তুলতে চান। কিন্তু এ পরীক্ষার ক্ষেত্র কোথায় ? চিন্তান্বিত বৈজ্ঞানিক অধৈর্য হয়ে ওঠেন—প্রতিনিয়ত সন্ধান করেন উপযুক্ত আধারের।

তবে কি তিনি নিজের উপরেই প্রয়োগ করেবন তাঁর পরীক্ষালব্ধ ঔষধ ? আকস্মিকভাবে সুযোগ আসে। ডাঃ রায়ের গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে এক অসহায়া বৃদ্ধা রমণী। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি তাকে নিয়ে আসেন নিজের গবেষণাগারে।

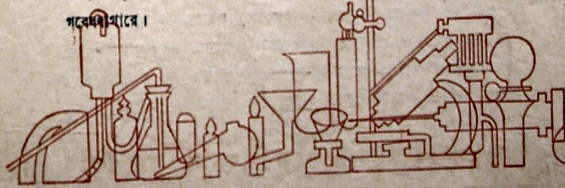

আঘাতের চিকিৎসা করতে যেয়ে ডাঃ রায় গবেষণালব্ধ ঔষধ প্রয়োগ করতে চান। নির্জন কক্ষে আত্মমগ্ন বৈজ্ঞানিক সাধনার অতল গহ্বর থেকে নিয়ে আসেন মহাসঞ্জীবনী।

····· অতন্দ্র প্রহরীর মত প্রতিটি মুহূর্ত হিসেব করে চলেছেন ডাঃ রায়। আজীবনলব্ধ সাধনার মহাপরীক্ষা চলছে······সামান সজ্ঞাহীনা বৃদ্ধারমণী·· বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে বহুদূরে নির্জন গবেষণাগারে তিনি যেন সমাধিস্থ।

···ধীরে ধীরে ঘটে পরিবর্তন ···· সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য··· · লোলচর্ম—পক্ককেশ—কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি যুগল যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়······বৃদ্ধা রমণী রূপ ত্বরিত হয় সুন্দরী যুবতী রূপে······বয়স যার পরিপূর্ণ যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন ডাঃ রায়। আজীবন সাধনার ফলশ্রুতি—তাঁর রোগিনীর নামাকরণ করেন সাধনা।

······হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি ফিরে আসে সাধনার জীবনে······কিন্তু তার স্মৃতিতো অবলুপ্ত হয়নি······ বেদনামুখর প্রতিটি দিনলিপি হৃদয় দুয়ারে আঘাত হানে।

শৈশবে বিমাতার অত্যাচার······বিবাহের পরে অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় স্বামীর দুর্ঘটনায় অকালমৃত্যু······বহুমূল্য দিতে হয়েছে তাকে। একমাত্র সন্তান স্নেহের পুত্তলী শঙ্করও যেন ঘটনার প্রচণ্ড আবর্তে কোথায় হারিয়ে গেছে······সারাদুনিয়া খুঁজে বেড়িয়েছে···তবু তার দেখা পায়নি।

নবলব্ধযৌবন নিয়ে বিস্মিত রমণীর চোখে অপার জিজ্ঞাসা। দেহের সৌন্দর্য তার মানসিক উন্মাদনাকে রোধ করতে পারেনি। তারপর অপ্রত্যাশিত বিস্ময়······ শঙ্করকে খুঁজে পায় সাধনা। সে আজ যুবক। মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত সাধনা সমাজের কাছে পুত্রের মাতৃত্ব দাবী করতে চায়। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ · সাধারণের চোখে পঁচিশ বছরের যুবতীর সন্তান পঁচিশ বছরের যুবক ! অসম্ভব ! নিশ্চয়ই সে উন্মাদিনী অথবা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছে।

বিদ্রোহী হয় সাধনার মনপ্রাণ ·····ডাঃ রায়ের কাছে ছুটে যায় ·····ফিরে চায় তার বার্ধক্য। যৌবনের আনন্দ আজ তার কাছে মূল্যহীন। প্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার মাঝেও রয়েছে আনন্দ···রয়েছে শান্তি। বুক ভরা মাতৃস্নেহের প্রস্রবন সিঞ্চিত একমাত্র পুত্রকে জড়িয়ে বেঁচে থাক তার প্রকৃতিদত্ত জরা—

সংগীত

। এক ।

গানের ভাষায় মোর মিশে আছে গো
প্রাণের এ কোন ভাষা
যেমন কুঁড়ির মাঝে লুকিয়ে থাকে
ফোটা ফুলের আশা।
গানের ভাষায় মোর মিশে আছেগো

আজ নিজের কাছে নতুন করে
হল পরিচয়
আজকে দেখি এই আমি যে
সেই আমি তো নয়।

। দুই ।

খেলা ঘরে মোর খেলা ভাঙ্গে আজ
শুধু ফেলে আঁখি জল
সে যে সবারে শুধায় মনদেওয়া নেওয়া
সেকি অপরাধ বল।
ফাগুন দুয়ারে কেঁদে
বিদায় নিল যে কেঁদে
কাঁটার বেদনা রেখে গেল শুধু—

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ

★ ছবি বিশ্বাস ★

।। জন্ম : ১০ ই জুলাই, ১৯০২ ।।

।। মৃত্যু : ১১ ই জুন, ১৯৬২ ।।

শিশিরোত্তর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনয়-প্রতিভা নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস আকস্মিক ভাবেই আগমন হয়েছিল শিল্পজগতে। প্রভাতসূর্যের রক্তিমাভা মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তি নিয়ে প্রদীপ্ত করে তুললো শিল্পজগতকে।

অলৌকিক অভিনয়-প্রতিভার অধিকারী ছবি বিশ্বাসকে নিয়ে চিত্র ও নাট্যজগতে বাক-বিতণ্ডার অন্ত ছিল না। নাট্যজগত ছবি বিশ্বাসকে তাঁদের বলে দাবী করতেন—চিত্রজগত বলতেন, তাঁদের। মূলতঃ চিত্র ও নাট্যাভিনয়--উভয়ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁর স্থান ছিল সবার উপরে।

ছবি বিশ্বাসের অভিনয়-শৈলী ছৈবিক শৈলী নামে পরিচিত।

মরমী নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ছবি বিশ্বাসের পরিণত-প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেছিলেন : ছবি যত পরিণত বয়সের দিকেঅগ্রসর হচ্ছে, তাঁর অভিনয়ও হচ্ছে তত পরিপক্ক।" ছবি বিশ্বাসের পরিণত অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষরে প্রদীপ্ত বিজ্ঞান ওবিধাতা।

★ তুলসী চক্রবর্তী ★

।। জন্ম : ১৯০০।

মৃত্যু : ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ ॥

আর্ট থিয়েটারের আমলে নাট্যাচার্য অপরেশচন্দ্রের শিক্ষকতায়মঞ্চাভিনয়ে তুলসী চক্রবর্তীর বিকাশ। শুধু অভিনয় নয়— অভিনয়, নৃত্য ও সংগীতে সমান পারদর্শিতা নিয়ে খুব কম অভিনেতারই আবির্ভাব হয়েছে বাংলার মঞ্চ ও চিত্রলোকে। কৌতুকাভিনয়ে বা গুরু গম্ভীর চালে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তুলসী চক্রবর্তী অনন্য আসন অধিকার করেন। অসংখ্য চিত্র ও নাট্যচরিত্রে সমান দক্ষতার পরিচয় দিলেও, সত্যদ্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' ছবিতে বিস্মিত করেন নতুন করে। প্রতিভাধর তুলসী চক্রবর্তীকে জীবন্ত রূপে দেখা যাবে বিজ্ঞান ও বিধাতা ছবিতে।

সবাইকে প্রণাম জানাই

★ রেণুকা রায় ★

। জন্ম : ১৯১৯ ॥

মৃত্যু : ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ ॥

সাঁওতালী, পাহাড়ী বা গ্রাম্য সহজ সরল মেয়ে থেকে আধুনিকা বা ভ্যাম্প—দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ ভার্যা থেকে বিংশশতাব্দীর যে কোন নারী চরিত্রে —জটিলা-কুটিলা শংখিলা, সরলা, বা প্রেমিকা রূপে রেণুকা রায় কখনও ব্যর্থ হননি।

সুদীর্ঘকাল ধরে রূপালী পর্দায় নানা রূপে খলখলিয়ে উঠে দর্শকমন জয় করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞান ওবিধাতা ছবিতে এই শক্তিময়ী শিল্পীর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অতীতের বহু-স্মৃতিই মনে পড়বে।

★ জহর গাঙ্গুলী ★

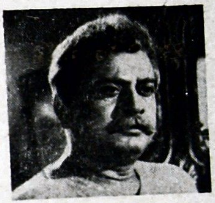

॥ জন্ম : ৫ই মার্চ, ১৯০৩ ॥

॥ মৃত্যু : ৭ই জুন, ১৯৬৯ ॥

ছবি বিশ্বাসের মতই বাংলার মঞ্চ ও চিত্রজগতে আর এক দিকপাল অভিনেতা ছিলেন নটনিপুণ জহর গাঙ্গুলী।

সিরিওকমিক অভিনয়ে জহর গাঙ্গুলী ছিলেন অপরাজেয়। গুরু গম্ভীর বিষয়কে সহজ সরল অভিনয় ধারায় রাঙিয়ে নিয়ে সহজভাবেই তুলে ধরতেন দর্শকদের সামনে। তরতর খর খর সংলাপে সমানভাবে হাসাতেন, কাঁদাতেন। আবার সংলাপের ক্ষিপ্রতায়—শব্দের পৌনঃপুনিকতায় জহর গাঙ্গুলী অভিনব অভিনয়-শৈলীর প্রবর্তন করেন। এই বিশেষ ধারায় তাঁকে দীক্ষিত করেন নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী। জহর গাঙ্গুলীর অভিনয়ের মাধুর্যের স্বাদ বিজ্ঞান ও বিধাতা ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

★ রঙলোক-এর ছবি ★

ইউনাইটেড আর্টিষ্ট এণ্ড টেকনিসিয়ান্স প্রযোজিত

শবরী

শ্রে: অনুপকুমার • সুব্রতা চ্যাটার্জি • বিছারাও •

পরিচালনা: অশোককুমার দাস

সংগীত: নচিকেতা ঘোষ

★

ভেনাস প্রডাকসন্সের

একদা

শ্রে: ভাস্কর চৌধুরী • চিন্ময় রায় • বিনতা রায় • শেখর চট্টোপাধ্যায় • চারুপ্রকাশ ঘোষ: ও রীতা ভাদুড়ী এবং মনোমোহন কৃষ্ণ (বম্বে)

পরিচালনা: চিত্রদূত

সংগীত: ওয়াই, এস, মুলকী

★

রামায়ণের অমর কাহিনী

রাধা ফিল্মসের

সীতার পাতাল প্রবেশ

সম্পাদনা: শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

রঙলোক পিকচার্সের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

চিত্রালী প্রেস, রূপ-মঞ্চ ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত।